WEEKLY BOOKLET:250

عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان

# সাহাবায়ে কিরামের বাণীসমগ্র


সম্পদ রাখার নিরাপদ জায়গা ৩
গোবরের কীটের চেয়েও কম ৬
ইবলিশের চোখের শীতলতা ১০
৩টি হাসার ও ৩টি কাঁদার বস্তু ২৫





প্রকাশনায়
আল-মাদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বাণীসমগ্র

## দরূদ শরীফের ফযীলত

**রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার প্রতি জুমার দিন ও রাতে ১০০বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার ১০০টি চাহিদা পূরণ করবেন, ৭০টি আখিরাতের আর ৩০টি দুনিয়ার আর **আল্লাহ পাক** একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিবেন, যে তার দরূদে পাককে আমার কবরে এভাবে পৌঁছাবে, যেভাবে তোমাদেরকে উপহার প্রদান করা হয়, নিঃসন্দেহে আমার জ্ঞান আমার ওফাতের পর তেমনই থাকবে, যেমনটি আমার জীবদ্দশায় রয়েছে।" **(জমউল জাওয়ামে, ৭/১৯৯, হাদীস ২২৩৫৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## সাহাবায়ে কিরামের বাণীসমগ্র

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن বাণী সমূহ আমাদের জন্য জীবনের অসংখ্য বিভাগে নির্দেশনা প্রদান করে থাকে, এই পবিত্র মনিষীদের দীর্ঘ জীবন দুনিয়ার



www.dawateislami.net

উত্থান ও পতনে এবং ধার্মিকতা ও অভিজ্ঞতায় অতিবাহিত হয়েছে, তাই তাঁদের বাণী সমূহও বছরের পর বছর অভিজ্ঞতার নির্যাস হয়ে থাকে, আসুন! বুযুর্গানে দ্বীনের কিছু বাণী পাঠ করে উপদেশ গ্রহণ করি।

## হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضی اللہ عنہ এর বাণী সমগ্র

★ لَا اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ جِيْفَةَ لَيْلٍ قُطُرُبَ نَهَارٍ অর্থাৎ আমি তোমাদের মধ্যে কাউকেও কখনো এরূপ ব্যক্তির ন্যায় পাবো না, যে সারারাত নিষ্প্রাণ লাশের মতো পড়ে থাকে আর সারাদিন দুনিয়া উপার্জনের জন্য ছোটাছুটি করে (আর তার আখিরাতের কোন চিন্তা থাকে না)। (মু'জামু কবীর, ৯/১৫২, হাদীস ৮৭৬৩)

★ আমি এমন ব্যক্তিকে খুবই ঘৃণা করি, যে না তো দুনিয়ার কোন কাজে মগ্ন হলো আর না তার আখিরাতের কোন চিন্তা রয়েছে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১৭৮, হাদীস ৪০৩)

★ তোমাদের মাঝে প্রত্যেকেই মেহমান আর মেহমান সর্বদা থাকে না, তাকে বিদায় নিতে হয় এবং তোমাদের নিকট যেই সম্পদ রয়েছে, তা ধার করা আর ধার করা বস্তু তার মালিককে ফিরিয়ে দিতে হয়।

(মু'জামু কবীর, ৯/১০১, হাদীস ৮৫৩৩)

★ রিয়াকারী মৃত্যুর পরও রিয়া ছাড়ে না, কেউ জিজ্ঞাসা করলো, তা কিভাবে? বললেন: সে চায় যে, আমার



www.dawateislami.net

জানাযায় অনেক লোক হোক, যাতে আমার সম্মান (বাহবা) হয়, রিয়া মৃত্যুর পরও পিছু ছাড়ে না। (মিরাতুল মানাজিহ, ৭/১৯)

★ যার সম্ভব হয় নিজের সম্পদ সেখানে রাখুন, যেখানে এতে না কীট আসে, না চোরের হাত লাগে (অর্থাৎ **আল্লাহ**র রাস্তায় সদকা করে দিন) কেননা বান্দার অন্তর সম্পদের দিকে ধাবিত থাকে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১৮৩, হাদীস ৪৩৩)

★ সত্য ভারী ও তিক্ত লাগে আর মিথ্যা হালকা ও মিষ্ট অনুভব হয় আর কখনো সামান্য কামভাব দীর্ঘ বেদনার কারণ হয়ে যায়। (কিতাবুয যুহুদ লিল ইমাম ইহমদ বিন হাম্বল, ৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৯০)

★ ঐ সত্তার শপথ, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই! পৃথিবীর বুকে জিহ্বার চেয়ে বড় কোন জিনিস এমন নেই, যাকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বন্দি করে রাখার বেশি প্রয়োজন হয়।

(মু'জামু কবীর, ৯/১৪৯, হাদীস ৮৭৪৪)

★ অন্তরে ভালো বাসনাও সৃষ্টি হয়ে থাকে আর খারাপ খেয়ালও জন্ম নেয়। অতএব নেকীকে গণিমত মনে করে তা করে নাও আর গুনাহ দ্বারা নিজের চরিত্র কলংকময় করো না বরং তা বর্জন করো।

(কিতাবুয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৩৩১)

★ অন্তরকে পাষাণ করে দেয়ার বস্তু থেকে বেঁচে থাকো আর যে বস্তু অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে তা বর্জন করো।

(আল ওয়ারু লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪৬ পৃষ্ঠা)



www.dawateislami.net

★ হাফিযে কুরআনের উচিৎ, যখন মানুষ ঘুমায় তখন সে নিজের রাতকে হিফাযত করবে (তথা এতে জাগ্রত হয়ে কুরআনে মজীদের তিলাওয়াত ও **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করবে, কখনোই উদাসিনতায় অতিবাহিত করবে না)। যখন মানুষ পানাহার করে তখন সে নিজের দিনের খেয়াল (অর্থাৎ রোযা) রাখবে। যখন মানুষ খুশি হয় তখন সে নিজের দুঃখকে স্মরন করবে (অর্থাৎ আখিরাতের চিন্তা করবে)। যখন মানুষ হাসে তখন সে অশ্রু বর্ষন করবে। যখন মানুষ পরস্পর মেলামেশা করে তখন সে চুপচাপ থাকবে আর যখন মানুষ অহঙ্কার করে, তখন সে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করবে। তাছাড়া হাফিযে কুরআনের উচিৎ, সে যেনো ক্রন্দনকারী, দুঃখী, কৌশলি ও সহিষ্ণু, জ্ঞানী ও শান্ত হয়। আর তার উচিৎ, সে যেনো জীর্ণ-শীর্ণ, উদাসীন, শোরগোলকারী, চিৎকার চেচামেচিকারী না হয় আর রুক্ষ মেজাজেরও যেনো না হয়। **(কিতাবুয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৯২)**

★ হযরত আব্দুর রহমান বিন হাজিরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন; হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ যখন মানুষের পাশে বসতেন তখন বলতেন: "হে লোকেরা! রাত ও দিন অতিবাহিত করার পাশাপাশি তোমাদের বয়সও কমে যাচ্ছে। তোমাদের আমল লিপিবদ্ধ



www.dawateislami.net

করা হচ্ছে। মৃত্যু হঠাৎ এসে যাবে। ব্যস যে নেকীর ফসল বপন করবে দ্রুত সে তা আগ্রহ সহকারে কাটবে আর যে মন্দের ক্ষেত বপন করবে তাকে লজ্জিত হয়ে কাটতে হবে। প্রত্যেকে নিজেরই উৎপন্ন করা ক্ষেত কাটবে। অলসতাকারী নিজের আমলের মাধ্যমে সামনে কখনোই অগ্রসর হতে পারবে না এবং হিংসা ও লালসায় লিপ্তরা শুধু নিজের ভাগ্যই লাভ করতে পারবে। যারই কল্যাণের তৌফিক অর্জিত হয়েছে তা **আল্লাহ পাকে**রই পক্ষ থেকে আর যাকে মন্দ থেকে বাঁচানো হয়েছে তবে তাও **আল্লাহ পাকে**র দয়াতেই। মুত্তাকী ও পরহেযগারগণ হলেন সাধারণ মানুষের সর্দার আর ফুকাহাগণ হলেন পথনির্দেশক। তাঁদের সহচর্য অবলম্বন করা নেকী বৃদ্ধির উপায়। **(কিতাবুয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৮৯)**

★ এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো: "হে আব্দুর রহমান (এটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের উপনাম) আমাকে মহান ও উপকারী বাক্য শিখান! বললেন: **আল্লাহ পাকে**র ইবাদত করো। তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করো না। কুরআনে মজীদের আহকাম অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করো। যদি তোমাদের নিকট কোন অনবহিত ও অপছন্দনীয় ব্যক্তিও ন্যায় কথা বলে তবে তা গ্রহণ করে নাও আর তোমাদের কোন প্রিয় ও পছন্দনীয় ব্যক্তিও অন্যায় কথা বললে



www.dawateislami.net

তবে তা ফিরিয়ে দাও। (মওসুআতু লি ইবনে আবীদ দুনিয়া, ৭/২৬৪, হাদীস ৪৫৪)

★ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর খেদমতে কতিপয় কৃষক উপস্থিত হলো তখন তাকে মোটা ঘাড় বিশিষ্ট ও স্বাস্থ্যবান এবং শক্তিশালী শরীর দেখে মানুষেরা আশ্চর্য হলো, (এতে) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বললেন: "তোমরা দেখছো কাফেরদের শরীর স্বাস্থ্যবান কিন্তু অন্তর অসুস্থ আর মুমিনের শরীর যদিও দূর্বল কিন্তু তাদের অন্তর স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। **আল্লাহ পাকের** শপথ! যদি তোমাদের শরীর স্বাস্থ্যবান হয় কিন্তু অন্তর অসুস্থ হয় তবে তোমাদের মূল্য **আল্লাহ পাকের** নিকট গোবরের কীটের চেয়েও কম।" (কিতাবুয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯৪০)

★ হযরত ইতরিস বিন উরকুব শায়বানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন: "ধ্বংস হোক সেই ব্যক্তি, যে না তো নেকীর আদেশ দিলো আর না মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করলো।" তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: "বরং ধ্বংস তো সেই হোক, যার অন্তর কল্যাণকে কল্যাণ আর মন্দকে মন্দ মনে করে না।" (মু'জামু কবীর, ৯/১০৭, হাদীস ৮৫৬৪)

★ সালেহীনগণ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছে আর সন্দেহকারীরা অবশিষ্ট রয়ে গেছে, যাদের না নেকীর সাথে পরিচয় রয়েছে, না মন্দের সাথে। (মু'জামু কবীর, ৯/১০৫, হাদীস ৮৫৫২)



www.dawateislami.net

★ এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেদমতে আরয করলো: হে আবু আব্দুর রহমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ! আমাকে কোন উপদেশ দিন! তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: তোমার ঘর তোমার জন্য যথেষ্ট (অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয়োনা) জিহ্বার হিফাযত করো এবং নিজের গুনাহসমূহকে স্মরণ করে কান্না করো।

(কিতাবু যুহুদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৩০)

★ (হে লোকেরা!) তোমরা নামায, রোযা ও ইজতিহাদে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর চেয়ে অগ্রগামী হতে চাও (মনে রেখো! এরূপ হতে পারে না, কেননা) তাঁরা তোমাদের চেয়ে উত্তম।" লোকেরা আরয করলো: "হে আবু আব্দুর রহমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ! এর কারণ কি?" বললেন: তাঁরা দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি ধার্মিকতা অবলম্বন করতেন এবং আখিরাতে সবচেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন।"

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১৮৫, হাদীস ৪৩৮)

★ অন্তর হলো পাত্রের মতো, অতএব তা কুরআনে পাক ব্যতীত অন্য কোন জিনিস দ্বারা পূর্ণ করো না।

(কিতাবুয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৯১)

★ কোন ব্যক্তির গুনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যখন তাকে বলা হয়: **আল্লাহ পাককে** ভয় করো। তখন সে অসন্তুষ্ট হয়ে বলে: নিজের কাজ করো।

(আল কাওয়াকিবুদ দারিয়াতি, ১/১৭১)



www.dawateislami.net

★ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: হে জিহ্বা! উত্তম কথা বলো, উপকারে থাকবে আর বলোই না লজ্জিত হওয়ার পূর্বে নিরাপদ থাকবে। (হাসানুস সামত ফিচ চামত, ৭৯ পৃষ্ঠা)

★ حَافِظُوا عَلٰى اَبْنَائِكُمْ فِى الصَّلٰوةِ অর্থাৎ নামাযের ব্যাপারে নিজের সন্তানদের প্রতি মনোযোগ দাও।

(মুসান্নিফ আব্দুর রাযযাক, ৪/১২০, নম্বর ৭৩২৯)

★ ব্যবসায়ীদের প্রতি আশ্চর্য যে, তারা নিরাপদ কিভাবে থাকতে পারে, যদি নিজের জিনিস বিক্রি করে তবে এর প্রশংসা করে আর যদি অন্যের কাছ থেকে কোন জিনিস ক্রয় করে তখন এর খারাপ দিক বর্ণনা করে।

(বাহজাতুল মাজালিশ ও আনাসুল মাজালিস লিইবনে আব্দুল বর, ১/১৩৬)

★ আমি কোন জ্বলন্ত কয়লাকে জিহ্বা দ্বারা চাটবো এবং তা জ্বালিয়ে দিবে যা জ্বালানোর ও অবশিষ্ট থাকবে যা অবশিষ্ট থাকার, এটি আমার নিকট এর চেয়ে বেশি পছন্দনীয় যে, যেই কাজ হয়ে গেছে সে ব্যাপারে আমি বলবো: হায়! যদি না হতো বা না হওয়া কাজের ব্যাপারে আমি বলবো: হায়! যদি হয়ে যেতো। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/৬৬)

★ যখন কোন মদ্যপায়ী মারা যায় তখন তাকে দাফন করে দাও, এরপর আমাকে একটি কাঠের সাথে ঝুলিয়ে দিয়ে তার কবর খনন করো, যদি তার চেহারা কিবলা থেকে ফিরে যাওয়া না পাও তবে আমাকে সেভাবেই ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিবে। (কিতাবুল কাবায়ির লিল যাহবী, ৯৬ পৃষ্ঠা)



www.dawateislami.net

★ যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নামাযে লিপ্ত থাকো তখন বাদশাহের (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** রহমতের) দরজা করাঘাত করতে থাকো আর যে বাদশাহের দরজায় করাঘাত করতে থাকে, তার জন্য দরজা খুলেই দেয়া হয়।

**(মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, ২/৩৬০, হাদীস ১০)**

★ (কারো) প্রশংসা বা নিন্দা করাতে তাড়াহুড়ো করো না, কেননা আজ তোমার ভালো লাগা ব্যক্তি কাল খারাপ লাগতে পারে আর আজ খারাপ লাগা ব্যক্তি কাল ভালো লাগতে পারে। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/২৭৯, হাদীস ৫৫৬৮)**

## হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর বাণী সমগ্র

★ নিজের জিহ্বার অগ্রভাগ হাত দিয়ে ধরে বলছেন: "তোমার প্রতি আফসোস! ভালো কথা বলো যে, এতেই তোমার উপকার আর খারাপ কথা বলা থেকে চুপ থাকো, কেননা এতেই তোমার নিরাপত্তা।" প্রত্যক্ষদর্শীরা এর কারণে জিজ্ঞাসা করলে বলেন: "আমি সংবাদ পেয়েছি যে, কিয়ামতের দিন মানুষ নিজের জিহ্বার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখিন হবে।"

**(কিতাবুয যুহুদ লিল আহমদ বিন হাম্বল, ২০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০৪৭)**



www.dawateislami.net

★ হে জিহ্বা ভালো কথা বলো, তুমি লাভবান হবে আর খারাপ কথা বলার চেয়ে চুপ থাকো, নিরাপত্তা অর্জিত হবে। (হুসনুন সামত ফিচ চামস, ৮০ পৃষ্ঠা)

★ যখন দিরহাম ও দীনার বানানো হলো তখন ইবলিশ তা ধরে নিজের চোখে লাগালো আর বললো: "তুমি আমার অন্তরের খোরাক ও চোখের শীতলতা। আমি তোমার মাধ্যমে মানুষকে অবাধ্য ও কাফের বানাবো আর তোমার কারণে আমি মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আমি ঐ ব্যক্তির প্রতি খুশি, যে দুনিয়ার ভালবাসায় লিপ্ত হয়ে তোমার গোলামী করতে থাকবে। (সিফতুস সুফুত, ১/৩৮৪, নম্বর ১১৯)

★ যেই সম্প্রদায়েই অত্যাচার প্রকাশ পায়, সে সম্প্রদায়ে অধিকহারে মৃত্যু হয়ে থাকে।

(আত তামহীদ লি ইবনে আব্দুল বর, ১০/২৬২, ৭৫৫নং হাদীসের টিকা)

★ হযরত আবু গালিব খুলজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমি হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কে বলতে শুনেছি: "তোমরা ফরযসমূহকে নিজের উপর আবশ্যক করে নাও ও **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর তাঁর যে হকসমূহ নির্ধারন করেছেন, তা আদায় করো আর এব্যাপারে তাঁর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করো, কেননা ঐ পরওয়ারদিগার যখন কোন বান্দার মাঝে সত্য নিয়্যত ও সাওয়াবের আগ্রহ দেখেন



www.dawateislami.net

তখন তার কষ্ট দূর করে দেন এবং তিনি হলেন মালিক, যা চান করেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৪০১, হাদীস ১১৫১)

★ নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক** প্রত্যেক মুমিন ও ফাসিকের রিযিক লিখে দিয়েছেন। ব্যস যদি সে হালাল রিযিক অর্জন করা পর্যন্ত ধৈর্যধারন করে তবে **আল্লাহ পাক** তাকে প্রদান করেন আর যদি অধৈর্য হয়ে যায় এবং হারামের দিকে পা বাড়ায় তবে **আল্লাহ পাক** তার হালাল রিযিক কমিয়ে দেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৪০১, হাদীস ১১৫২)

★ اَيْقِظُوا الصَّبِيَّ يُصَلِّي، وَلَوْ بِسَجْدَةٍ অর্থাৎ সন্তানদের নামাযের জন্য জাগ্রত করো যদিও একটি সিজদাও করে নেয়।

(মুসন্নিফ আব্দুর রাযযাক, ৪/১২০, নম্বর ৭৩২৯)

★ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ঐসকল লোকদের জান্নাতের দিকে আহ্বান করা হবে, যারা সর্বাবস্থায় **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতো।

(কিতাবুয যুহুদ লি ইবনে মুবারক, ৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২০৬)

★ জান্নাতের জমির উত্তরাধিকারী ঐসকল লোক, যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করে।

(হিসনুত তানবাহ, ৩/২০৯)



www.dawateislami.net

# হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বাণী সমগ্র

★ সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমত্তা হলো, পরহেযগারীতা আর সবচেয়ে বড় মূর্খতা হলো গুনাহ ও অবাধ্যতা।

**(মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, ৭/২৭৭, হাদীস ১৬৫)**

★ হে আদম সন্তান! নিজের ভাইকে হিংসা করো না, কেননা যদি **আল্লাহ পাক** তার সম্মানের জন্য সেই নেয়ামত তাকে দান করে থাকেন তবে যাকে **আল্লাহ পাক** সম্মান দিয়েছেন তাকে হিংসা করো না আর যদি অন্য কোন কারণে তাকে দান করে থাকেন তবে তাকে হিংসা কেন করবে, যার ঠিকানা জাহান্নাম। **(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাঈর, ১/১১৬)**

★ মানুষের প্রতি আশ্চর্য লাগে, সে প্রতিদিন এক বা দুইবার নিজের হাতে নাপাকী ধৌত করে, তারপরও জমিন ও আসমানের বাদশাহের প্রতিদন্দ্বিতা করে।

**(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাঈর, ১/১৪৯)**

★ হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ একজন ধনীকে অহঙ্কার করে চলতে দেখলেন, তখন তাকে বললেন: হে বোঁকা! অহঙ্কারে গর্বের সহিত নাক উঠিয়ে কোথায় দেখছো? ঐ নেয়ামতগুলো কি দেখছো, যার কৃতজ্ঞতা আদায় করা হয়নি বা ঐ নেয়ামতগুলো দেখছো যে, যার আলোচনা **আল্লাহ পাকের** আহকামে নেই। যখন সে এই কথা শুনলো তখন ক্ষমা চাওয়ার জন্য উপস্থিত হলো তখন ইমাম হাসান



www.dawateislami.net

رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বললেন: আমার কাছে ক্ষমা চেয়ো না বরং **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাওবা করো, তুমি কি **আল্লাহ পাকের** এই বাণী শুননি:

وَ لَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ۝

**(পারা ১৫, বনী ইসরাঈল, ৩৭)**

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** আর ভূ-পৃষ্ঠে অহঙ্কার করে বিচরণ করো না! নিশ্চয় কখনো তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ন করতে পারবে না এবং কখনো উচ্চতার মধ্যে পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।" **(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফির কাবাঈর, ১/১৪৯)**

## হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বাণী সমগ্র

★ হে লোকেরা! উত্তম চরিত্র অর্জনে সচেষ্ট হও, নেক আমলের ক্ষেত্রে দ্রুত করো, যে কারো প্রতি দয়া করেছে আর সে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে না তবে দয়া প্রদর্শণকারীকে **আল্লাহ পাক** বিনিময় দান করেন। বিশ্বাস করো নেক কাজে প্রশংসা হয়ে থাকে আর সাওয়াব অর্জিত হয়, যদি তুমি নেকীকে কোন পুরুষের আকৃতিতে দেখতে তবে একে খুবই সুন্দর ও সুশ্রী দেখতে, যা দর্শকের ভালো লাগতো আর যদি তুমি নিন্দা ও খারাপকে দেখতে পারতে তবে নিকৃষ্ট দৃশ্য দেখতে, যা অন্তর ঘৃণা করতো ও দৃষ্টি নত হয়ে যেতো। হে লোকেরা! যে দানশীলতা করে সে সর্দার



www.dawateislami.net

হয়ে থাকে আর যে কৃপণতা করে সে অপদস্ত ও অপমানিত হয়ে থাকে। অধিক দানশীল ঐ ব্যক্তি, যে ঐ ব্যক্তির প্রতি দানশীলতা করে, যার এর আশা ছিলো না। অধিক পবিত্র ও বাহাদুর সেই ব্যক্তি, যে প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়, অধিক আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ব্যক্তি হলো সেই, যে সম্পর্ক ছিন্নকারী আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখে। যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের প্রতি দয়া করে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি চায়, **আল্লাহ পাক** বিপদের সময় এটির বিনিময় দেন আর তার কাছ থেকে কঠিন বিপদ দূর করে দেন। যেই ব্যক্তি নিজের মুসলমান ভাই থেকে দুনিয়াবী বিপদ দূর করলো, **আল্লাহ পাক** তার কাছ থেকে আখিরাতের বিপদ দূর করেন এবং যে ব্যক্তি কারো প্রতি দয়া করে **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দয়া করেন আর দয়া প্রদর্শনকারী **আল্লাহ পাকের** প্রিয়। ★ যদিও দুনিয়া ভালো ও উত্তম মনে করা হয় কিন্তু **আল্লাহ**র সাওয়াব বেশি ও উত্তম হয়ে থাকে। ★ রিযিক তাকদীরে বন্টন হয়ে গেছে তবে উপার্জনে মানুষের লোভ না করাই ভালো ★ সম্পদ দুনিয়ায় রেখেই যেতে হয়, তাই মানুষ সম্পদে কৃপনতা কেন করে? ★ যখন কষ্ট দেয়ার জন্য কোন ব্যক্তি কারো কাছে সাহায্য চায় তবে তাকে সাহায্যকারী এবং অপদস্ত ও অপমানিত লোক সবাই সমান।

**(নূরুল আবসার ফি মানাকিবে আলে বাইতে নবীয়ে মুখতার, ১৫২, ১৫৩ পৃষ্ঠা)**



www.dawateislami.net

# হযরত আবু যর গিফরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বাণী সমগ্র

★ যে জান্নাতে যেতে চায়, তার উচিৎ, দুনিয়াবী ধন সম্পদে আগ্রহ না রাখা। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/২১৯, নম্বর ৫৪২)

★ দোয়ার কবুলিয়্যতের জন্য নেকী ও কল্যাণের ভূমিকা এমন যে, যেমন তরকারীতে লবণের।

(মুসান্নিফে ইবনে আবী শায়বা, ৭/৪০, হাদীস ৪)

★ হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত সালামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললেন: হে সালামা! বাদশাহের দরজায় যেওনা, কেননা তুমি তার দুনিয়া থেকে কিছুই পাবে না কিন্তু সে এরচেয়ে উত্তম অর্থাৎ তোমার দ্বীন থেকে নিয়ে নিবে।

(মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, ৮/৬৯৮, হাদীস ৭৯)

★ ২ দিরহাম ওয়ালার হিসাব ১ দিরহাম ওয়ালার হিসাবের চেয়ে কঠিন হবে (অর্থাৎ সম্পদ যত বেশি ক্ষতিও তত বেশি)। (মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, ৮/১৮৩, হাদীস ৩)

★ হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কাবার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন: হে লোকেরা! আমি হলাম জুন্দুব গিফারী। নিজের মমতা ও উপদেশ প্রদানকারী ভাইয়ের নিকট জড়ো হয়ে যাও! সবাই জড়ো হয়ে গেলো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ সফরে যায় তবে কি সে পাথেয় (অর্থাৎ সফরে কাজে আসা প্রয়োজনীয় মালামাল)



www.dawateislami.net

সাথে নিয়ে যায় না, যাদ্বারা প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয় ও নিজের গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে?” লোকেরা আরয করলো: “কেন নিবে না!” বললেন: “তবে শুনো! কিয়ামতের সফর সবচেয়ে দীর্ঘ। এর জন্য অধিক পাথেয় প্রস্তুত করো, যা তোমাদের কাজে আসবে।” উপস্থিতরা জিজ্ঞাসা করলো: “তা কি, যা এতে আমাদের কাজে আসবে?” বললেন: “বড় বড় কঠিন কাজ থেকে বাঁচার জন্য হজ্জ করো। কিয়ামতের দিনের উষ্ণতা ও উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য প্রচন্ড গরমের দিনেও রোযা রাখো। কবরের ভয়াবহতা ও আতঙ্ক থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য রাতের অন্ধকারে নামায আদায় করো। হিসাবের দিনে উপস্থাপনের জন্য ভালো কথা বলো ও খারাপ লোক থেকে বেঁচে থাকো। কিয়ামতের কঠোরতা থেকে বাঁচার জন্য নিজের সম্পদ সদকা করো। দুনিয়ায় শুধু দুই ধরনের মাহফিলে অংশগ্রহণ করো, একটি হলো; যা আখিরাত অন্বেষনের জন্য হয় আর দ্বিতীয়টি হলো; যা হালাল অন্বেষনের জন্য হয় আর এছাড়া কোন তৃতীয় মাহফিলে অংশগ্রহণ করো না, কেননা এতে তোমাদের জন্য কোন উপকার নেই বরং তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত হবে। অনুরূপভাবে নিজের সম্পদকেও দুই অংশে বন্টন করে নাও, এক অংশ পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করো আর দ্বিতীয়



www.dawateislami.net

অংশ **আল্লাহর** পথে খরচ করে নিজের আখিরাতের জন্য ভান্ডার করে নাও, এছাড়া তৃতীয় কোন অংশ বানিও না, কেননা এতে সম্পূর্ণই ক্ষতি, উপকার কিছুই নেই।" এরপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ উচ্চস্বরে বললেন: "লোকেরা! হিংসা (থেকে বেঁচে থাকো) কেননা এতে তোমাদের জন্য ধ্বংস রয়েছে, কেননা এটা কখনো শেষ হয়না এবং না তোমরা তা পূরণ করতে পারবে।

**(আখবারে মক্কাতি লিল ফাখী, ৩/১৩৪, হাদীস ১৯০৪। সিফতুস সুফুত, ১/৩০১, নম্বর ৬৪)**

★ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ থেকে বর্ণিত, এক বুযুর্গ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: আমি হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর এই বাণীটি পেয়েছি: "হে লোকেরা! আমি তোমাদের উপদেশ দিই ও তোমাদের স্নেহ করি। কবরের ভয়াবহতা থেকে বাঁচার জন্য রাতের অন্ধকারে নামায আদায় করো। কিয়ামতের উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য রোযা রাখো আর কঠিন দিনের (অর্থাৎ হাশরের) ভয় থেকে (নিরাপত্তার জন্য) সদকা করো। হে লোকেরা! আমি তোমাদের কল্যাণকামী এবং তোমাদের প্রতি মমতা প্রদর্শনকারী। **(কিতাবুয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮০২)**

★ হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হযরত আহনাফ বিন কায়েস رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ কে বললেন: যতক্ষন দান আনন্দচিত্তে



www.dawateislami.net

পাবে নিয়ে নাও আর যখন তা তোমার দ্বীনের মূল্য হয়ে যাবে তখন বর্জন করে দাও। (ইহইয়াউল উলুম, ২/১৭০)

## হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর বাণী সমগ্র

★ যখন তুমি সন্ধ্যা করবে তখন অনাগত সকালের অপেক্ষা করো না আর যখন সকাল করো তখন সন্ধ্যার অপেক্ষায় থেকো না আর সুস্থ অবস্থায় অসুস্থতার জন্য ও জীবদ্দশায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নাও।

(বুখারী, ৪/২২৩, হাদীস ৬৪১৬)

★ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বলেন: কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ আলিম হতে পারবে না, যতক্ষন পর্যন্ত সে নিজের চেয়ে উত্তমের হিংসা করা, নিজের চেয়ে অধমকে নিকৃষ্ট মনে করা এবং ইলমের বিনিময়ে সম্পদ কামনা করা বর্জন করবে না। (আল কাওয়াকিবুদ দারিয়াতি, ১/১৬৬)

★ মানুষের অঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জিহ্বার এই বিষয়ে অধিকার রয়েছে যে, সেটিকে (অহেতুক কথা থেকে) পবিত্র রাখবে। (মুসান্নিফ লিইবনে আবী শায়বা, ৬/২৩৭, হাদীস ৭)

★ يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ اِذَا عَرَفَ يَمِيْنَهٗ مِنْ شِمَالِهٖ অর্থাৎ যখন শিশু ডানে ও বামের পার্থক্য করতে শুরু করবে তখন তাকে নামাযের শিক্ষা দাও। (মুসান্নিফ লিইবনে আবী শায়বা, ১/৩৮২, হাদীস ৫)



www.dawateislami.net

★ যদি আমার আঙ্গুল মদের মধ্যে পড়ে যায় তবে তা নিজের হাতের সাথে রাখা আমার পছন্দ হবে না।

(মুসান্নিফ লিইবনে আবী শায়বা, ৫/৫০৯, হাদীস ৬)

★ ভালো কাজে একে অপরের সাথে পরামর্শ করো, কিন্তু খারাপ কাজে পরামর্শ করো না।

(মুসান্নিফ লিইবনে আবী শায়বা, ৮/১৭৬, হাদীস ১৬)

★ মানুষ যখন দুনিয়ার যেকোন নেয়ামত পায় তখন **আল্লাহ পাকের** নিকট তার মর্যাদা কমে যায়। যদিও সে **আল্লাহ পাকের** দরবারে যত বড় মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হোক না কেন। (মুসান্নিফ লিইবনে আবী শায়বা, ৮/১৭৪, হাদীস ২)

★ কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার ঈমান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না, যতক্ষণ লোকেরা দ্বীনের উপর তার অটলতা দেখে তাকে মূর্খ মনে করবে না।

(মুসান্নিফ লিইবনে আবী শায়বা, ৮/১৭৫, হাদীস ৪)

★ ঐ ব্যক্তি আলিম হতে পারে না, যে নিজের বড়দের হিংসা করে, ছোটদেরকে নিকৃষ্ট মনে করে এবং ইলমকে দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম বানায়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৩৭৯, হাদীস ১০৬৭)

★ যে ব্যক্তি কারো অনুসরন করতে চায়, তবে সে যেনো পূর্ববর্তীদের অনুসরন করে যারা **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবা। তাঁরাই এই উম্মতের অনন্য লোক। তাঁদের অন্তর নেকী ও কল্যাণে সকল মানুষের



www.dawateislami.net

চেয়ে বড়। তাঁদের জ্ঞান সকলের চেয়ে বিস্তৃত আর তাঁদের মধ্যে কৃত্রিমতা ও প্রদর্শণ ছিলো না। তাঁরা ঐ পবিত্র সত্তা, যাঁদেরকে **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সহচর্য ও দ্বীনের প্রচারের জন্য নির্বাচন করেছেন। অতএব তোমরা তাঁদের চরিত্র ও স্বভাব এবং তাঁদের চালচলনের অনুসরনে চলো, কেননা তাঁরা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবা। কাবার **প্রতিপালকে**র শপথ! এরাই হেদায়তের সরল পথে পরিচালিত ছিলেন। হে বান্দারা! শুধু নিজের শরীরের সীমা পর্যন্ত দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো এবং নিজের মন ও মননকে তা থেকে দূরে রাখো, কেননা তোমার মুক্তি নির্ভর করে তোমার আমলের উপর। অতএব তুমি এখন থেকেই মৃত্যুর প্রস্তুতি নাও, যাতে তোমার পরিণতি ও শেষটা ভালো হয়। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৩৭৮, নম্বর ১০৬৫)**

☆ হযরত কাতাদা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا কে কেউ জিজ্ঞাসা করলো: **"রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবারা عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان কি হাঁসতেন?** তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বললেন: "জি হ্যাঁ! অথচ ঈমান তাদের অন্তরে পাহাড়ের চেয়েও বেশি শক্তিশালী ও দৃঢ় ছিলো।

**(জামে মুয়াম্মার বিন রাশিদ মাআল মুসান্নিফ লিআব্দুর রাযযাক, ১০/২৮৬, হাদীস ২০৮৩৭)**



www.dawateislami.net

★ এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে জিজ্ঞাসা করলেন: "যেমনিভাবে لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ (অর্থাৎ ইসলাম) ব্যতীত কোন আমল উপকৃত করে না, তবে কি মুসলমানকে কোন আমল ক্ষতিও করতে পারে না?" তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "(নেকী সমৃদ্ধ) জীবন অতিবাহিত করো ও ধোকায় থেকো না (কেননা মুসলমানকে কোন খারাপ বিষয় ক্ষতি করতে পারে না)।"

**(জামে মুয়াম্মার বিন রাশিদ মাআল মুসান্নিফ লিআব্দুর রাযযাক, ১০/২৮৫, হাদীস ২০৭২০)**

## হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বাণী সমগ্র

★ যেই বান্দা বিশুদ্ধ পানি পান করলো ও তা কোন কষ্ট ব্যতীত (পেটে) প্রবেশ করলো আর কোন কষ্ট ব্যতীত বাইরেও বের হয়ে এলো, তবে এতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আবশ্যক। **(কিতাবুশ শোকর, ১৬২ পৃষ্ঠা, নম্বর ১৮৮)**

★ তোমরা উত্তম ইবাদত তথা বিনয়ের ব্যাপারে উদাসীন। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৪১৯)**

## হযরত আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাণী সমগ্র

★ হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন মা'দান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ থেকে বর্ণিত; আমিনে উম্মত হযরত আবু উবাইদা বিন



www.dawateislami.net

জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: “মুমিনের অন্তর পাখির ন্যায়, দিনে কয়েকবারই উলট পালট হয়ে থাকে।”

(মুসান্নিফ লিইবনে আবী শায়বা, ৮/১৭৪, হাদীস ৫)

★ কেউ ফর্সা হোক বা কালো, স্বাধীন হোক বা গোলাম, অনারবী হোক বা আরবী, যার সম্পর্কে আমি জানি যে, সে তাকওয়া ও পরহেযগারীতে আমার চেয়ে বেশি উত্তম তবে আমি এটা পছন্দ করি যে, আমি যদি তার চামড়ার কোন অংশ হতাম।”

(আয যুহুদ লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০২৭)

★ হযরত নিমরান বিন মিখমার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, হযরত আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সৈন্যদের সাথে চলতে গিয়ে বলেন: “শুনো! অনেক সাদা পোষাক পরিহিত ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে ময়লাযুক্ত হয়ে থাকে আর অনেক নিজেকে সম্মানিত ধারণকারী নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। হে লোকেরা! নতুন নেকী পুরোনো গুনাহকে মুছে দেয়। যদি তোমাদের মধ্যে কারো গুনাহ জমিন ও আসমানকে পূর্ণ করে দেয়, অতঃপর সে কোন নেকী করে তবে হয়তো সেই একটি নেকী ঐসকল গুনাহের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে আর তা মুছে দিবে।” (আয যুহুদ লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০২৬)



www.dawateislami.net

## হযরত আবু দারদা رضي الله عنه এর বাণী সমগ্র

★ যে হাসতে হাসতে জান্নাতে যেতে চায়, তার উচিৎ, নিজের জিহ্বাকে সর্বদা **আল্লাহ পাকের** যিকির দ্বারা সতেজ রাখা। (তাবকাতিস সূফিয়া, ১/১১৭)

★ যে বান্দা অধিকহারে মৃত্যুকে স্মরন করে, তার খুশি ও হিংসা কমে যায়। (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাঈর, ১/১১৬)

★ ঈমানের উন্নতি, **আল্লাহ পাকের** হুকুমের উপর ধৈর্য ধারন করা এবং তাকদীরে উপর সন্তুষ্ট থাকাতেই।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫/৬৭)

## হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনে আস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর বাণী সমগ্র

★ সকল মন্দভাষীর জন্য জান্নাতে প্রবেশ হারাম।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৩৫৯, নম্বর ৯৮২)

★ কথা বলা ঔষধের ন্যায়, সামান্য পরিমাণে হলে তবে উপকারী আর যদি বেশি হয় তবে ক্ষতিকর সাব্যস্ত হবে। (হিসনুস সামত ফিচ চামত, ১০০ পৃষ্ঠা)

★ মুমিনের শরীরে কোন অঙ্গ এমন নেই, যা **আল্লাহ পাকের** জিহ্বার চেয়ে বেশি পছন্দনীয়, এর কারণেই **আল্লাহ পাক** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আর অমুসলিমের শরীরে কোন অঙ্গ এমন নয়, যা **আল্লাহ পাকের** নিকট জিহ্বার চেয়ে



www.dawateislami.net

বেশি অপছন্দনীয়, এর কারণেই **আল্লাহ পাক** তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/২৮০)

★ এই ব্যাপারে ভীত হও যে, মুমিনের অন্তর তোমাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে আর তুমি তা জানতেও পারবে না। (আয যুহুদ লি আবী দাউদ, ২০৫ পৃষ্ঠা, নম্বর ২২৯)

★ যতক্ষণ তোমরা নেককার লোকদের ভালবাসবে, কল্যাণের উপর থাকবে আর তোমাদের ব্যাপারে যখন কোন সত্য কথা বলা হয়, তখন তা মেনে নাও, কেননা সত্যকে মান্যকারী তার উপর আমলকারীর ন্যায় হয়ে থাকে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৫০৩, হাদীস ৯০৬৩)

## হযরত সালমান ফারসী رضی اللہ عنہ এর বাণী সমগ্র

★ দুনিয়ায় মানুষের একে অপরের প্রতি অত্যাচার করা কিয়ামতের দিন অন্ধকারের কারণ।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/২৬০, নম্বর ৬৪০)

★ **আল্লাহ পাক** যখন কাউকে অপমান ও অপদস্ত করা বা ধ্বংস করার ইচ্ছা পোষণ করেন, তবে তার কাছ থেকে লজ্জা ছিনিয়ে নেন। অতঃপর তুমি সেই ব্যক্তিকে ঐ অবস্থায় পাবে যে, সে মানুষকে ঘৃণা করে ও মানুষ তাকে ঘৃণা করে। (মাকারিমুল আখলাক, ৯৪ পৃষ্ঠা, নম্বর ১১৩)



www.dawateislami.net

★ হযরত মায়মুন বিন মেহরান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: আমাকে উপদেশ দিন। বললেন: কথাবার্তা কম বলো। সে আরয করলো: যারা মানুষের মাঝে থাকে, তাদের কথাবার্তা না বলে উপায় নাই। বললেন: যদি কথাবার্তা বলতেই হয় তবে সত্য কথা বলো অন্যথায় চুপ থাকো। (তারিখে ইবনে আসাকির, ২১/৪৪৯)

★ হযরত জা'ফর বিন বুরকান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ থেকে বর্ণিত, হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: "আমাকে তিনটি বিষয় হাসায় আর তিনটি বিষয় কান্না করায়। হাসানোর তিনটি বিষয় হলো: আশ্চর্য ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে দুনিয়ার প্রতি আশাবাদী অথচ মৃত্যু তার তালাশে রয়েছে আর আশ্চর্য ঐ উদাসীন মানুষের প্রতি, যে উদাসীনতা থেকে জাগ্রত হয়না আর তার প্রতিও আশ্চর্য লাগে, যে মুখ খুলে হাসে অথচ সে জানে না যে, তার প্রতিপালক তার প্রতি সন্তুষ্ট নাকি অসন্তুষ্ট। আর কান্না করানোর তিনটি বিষয় হলো: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان বিরহ, অন্তিম মুহূর্তের কষ্ট অনুভূত হওয়া এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিত হওয়া আর আমি জানিনা যে, আমাকে জাহান্নামের দিকে ডাকা হবে নাকি জান্নাতে জায়গা পাবো। (আয যুহুদ লিল ইমাম ইহমদ বিন হাম্বল, ১৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৩৭)



www.dawateislami.net

★ হযরত তারিক বিন শিহাব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর নিকট রাত অতিবাহিত করলাম, যাতে তাঁর ইবাদত প্রত্যক্ষ করতে পারি। অতএব যখন রাতের শেষ প্রহর হলো তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ উঠে নামায আদায় করলেন, যেনো আমি যা মনে করতাম (যে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ সারারাত ইবাদত করতেন) সেরূপ দেখলাম না। আমি যখন এই বিষয়টি তাঁকে বর্ণনা করলাম তখন তিনি বললেন: "এই পাঁচ ফরয নামায নিয়মিত আদায় করো তবে তা মধ্যখানে হওয়া গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে, যতক্ষণ কবীরা গুনাহ সম্পাদন করবে না।" তিনি আরো বলেন: "মানুষ যখন ইশার নামায আদায় করে নেয়, তখন তিন ধরনের হয়ে যায়: (১) ঐ লোক, যাদের জন্য এই রাত শাস্তি হয়ে যায় এবং সে তা থেকে কোন উপকারীতা অর্জন করতে পারে না (২) অনেক সৌভাগ্যবানের জন্য কল্যানের উপলক্ষ্য হয়ে আসে আর তাদেরকে বিপদ থেকে বাঁচায় আর (৩) অনেক মূর্খের জন্য এই রাত না তো উপকারী সাব্যস্ত হয় আর না শাস্তি হয়। যাদের জন্য শাস্তি হয় আর উপকার শূণ্য হয়, তা হলো যারা রাতের অন্ধকারে মানুষের উদাসীনতাকে গনীমত মনে করে আনন্দচিত্তে গুনাহে রাত অতিবাহিত করে থাকে আর যারা রাতের অন্ধকার ও মানুষের উদাসীনতাকে



www.dawateislami.net

গনীমত মনে করে রাতে উঠে ইবাদত করে থাকে, তাদের জন্য এই রাত উপকারী ও শাস্তি নয় আর যারা নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে তাদের জন্য না উপকারী না শাস্তি। অতএব তোমরা উদাসীনতা থেকে বাঁচো, **আল্লাহ পাকে**র ইবাদতের ইচ্ছা পোষন করো এবং তা স্থায়ীভাবে করো।

**(মুসান্নিফ আব্দুর রাযযাক, ২/৪১৬, হাদীস ৪৭৪৯)**

★ প্রত্যেক ব্যক্তির একটি বাতিন থাকে আর একটি জাহির, যে নিজের বাতিনকে সজ্জিত করে নেয় **আল্লাহ পাক** তার জাহিরকে সজ্জিত করে দেন আর যে নিজের বাতিনকে বিগড়ে নেয় **আল্লাহ পাক** তার জাহিরকে বিগড়ে দেন।

**(আয যুহুদ লিইবনে মুবারক ওয়াইলিয়া কিতাবুর রিকাক, ১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭২)**

★ নিশ্চয় ইলম অনেক বেশি ও বয়স সামান্য, অতএব দ্বীনের প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করো আর তা ব্যতীত অন্য বিষয় ছেড়ে দাও, কেননা এতে তোমাদের সাহায্য করা হবে না। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/২৪৬, নম্বর ৬০৬)**

★ হযরত সালমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে এমন গুনাহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, যার উপস্থিতিতে কোন নেকী উপকারী নয়, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বললেন: "সেই গুনাহ হলো অহঙ্কার।" **(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাঈর, ১/১৪৯)**



www.dawateislami.net

## হযরত খুযাইফা বিন ইয়ামান رضی اللہ عنہ এর বাণী সমগ্র

☆ হযরত সায়্যিদুনা খুযাইফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: ফিতনার স্থান সমূহ থেকে বেঁচে থাকো। আরয করা হলো, তা কি? বললেন: শাসকের দরজা। তোমাদের মধ্যে কেউ শাসকের দরজায় যায় তবে তার মিথ্যায় সে সত্যয়ন করে এবং তার ব্যাপারে সে বলে, যা তার মাঝে নেই।

(ইহইয়াউল উলুম, ২/১৭৭)

★ দ্বীনের গুনাহগার ও জীবনের অসহায় ও নিঃস্ব অনেক লোক শুধু নিজের দানশীলতার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আত তাযকিরাতুল হামদ ও নিয়্যতি, ২/২৯৯)

## হযরত আবু হুরাইরা رضی اللہ عنہ এর বাণী সমগ্র

★ যদি মানুষের কানে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হয় তবে তা তার জন্য আযান শুনে মসজিদে উপস্থিত না হওয়ার চেয়ে বেশি উত্তম। (মুসান্নিফ আবী শায়বা, ১/৩৮০, হাদীস ৪)

★ যেসকল ঘরে **আল্লাহ পাকের** যিকির হয়ে থাকে, আসমানবাসীরা সেই ঘরকে দেখে, যেমন তোমরা নক্ষত্রকে দেখো। (মুসান্নিফ আবী শায়বা, ৮/২৩৬, হাদীস ১০)

★ হযরত আ'তা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: "যখন তোমরা ৬টি বিষয় দেখে নিবে তখন যদি তোমাদের প্রাণ তোমাদের আয়ত্বে



www.dawateislami.net

থাকে তবে তা ছেড়ে দাও। এই কারণে আমি মৃত্যু কামনা করি, এই ভয়েই যে, এই বিষয়গুলোর যুগ পেয়ে যাবো না তো। যখন মূর্খ শাসক হবে। সিদ্ধান্ত বিক্রি হতে থাকবে। প্রাণ নিরাপদ থাকবে না। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। জাতীর রক্ষক জাতীর ভক্ষক হয়ে যাবে আর মানুষ কুরআনে মজীদ সঙ্গীতের মতো গেয়ে পাঠ করতে শুরু করবে।"

**(তারিখে ইবনে আসাকির, ৬৭/৩৭৯। মুসান্নিফ আব্দুর রাযযাক, ২/৩২২, হাদীস ১১১৯)**

☆ হযরত আবু আসওয়াদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মদীনায়ে তায়্যিবায় ঘর বানালো। ঘর নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর একদিন সে নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলো, তখন হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ সেদিক দিয়ে গমন করলেন,তখন সে আরয করলো: "হে আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ! একটু দাঁড়ান! আর আমাকে এটা বলে যান যে, আমি ঘরের দরজায় কি লিখাবো?" তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বললেন: "লিখাও ঘর বিরান হওয়ার জন্যই হয়ে থাকে। সন্তান মারা যাওয়ার জন্য আর সম্পদ ওয়ারিশদের জন্য জমা করা হয়।" তখন সেখানে এক গ্রাম্য লোকও উপস্থিত ছিলো। সে বললো: "শায়খ! তুমি কতইনা খারাপ কথা বললে।" ঘরের মালিক গ্রাম্য লোকটিকে বললো: "তোমার ধ্বংস হোক! ইনি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ।" **(তারিখে ইবনে আসাকির, ৬৭/৩৭৪)**



www.dawateislami.net

# হযরত আবু মূসা আশয়ারী رضی اللہ عنہ এর বাণী সমগ্র

★ মানুষ এই দুনিয়ায় জীবিত থেকে শুধু কোন মারাত্মক বিপদাপদ বা কোন ফিতনার অপেক্ষা করে থাকে।

(আয যুহুদ লিইবনে মুবারক, ৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫)

★ হযরত কাসামা বিন যুহাইর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একাবার বসরায় হযরত আবু মূসা আশয়ারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আমাদের খুতবা দিতে গিয়ে বলেন: "হে লোকেরা! কান্না করো আর যদি কান্না না আসে তবে কান্নার মতো আকৃতি বানিয়ে নাও, কেননা (অবাধ্যতার কারণে জাহান্নামে গমনকারী) জাহান্নামীরা এত কান্না করবে যে, কাঁদতে কাঁদতে তাদের অশ্রু শেষ হয়ে যাবে। অবশেষে তারা রক্ত কান্না করা শুরু করে দিবে এবং এমনভাবে অশ্রু প্রবাহিত করবে যে, যদি তাদের অশ্রুতে নৌকা ছেড়ে দেয়া হয় তবে ভাসতে শুরু করবে।" (আয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ১১০৩)

★ নিশ্চয় কিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের মাথার উপর থেকে অগ্নি বর্ষন করবে এবং তাদের আমল তাদের জন্য ছায়ার মাধ্যম হবে বা রোদেই জ্বলতে দিবে।"

(মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, ৮/২০৩, হাদীস ৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

## হযরত আমর বিন আস رضی اللہ عنہ এর বাণী সমগ্র

★ কুরআনে পাকের প্রতিটি আয়াতে মুবারাকা জান্নাতের একটি দরজা ও তোমাদের ঘরের প্রদীপ।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৬৩)

★ যে ব্যক্তি কুরআন পড়লো, সে নবুয়তকে নিজের উভয় বাহুর মাঝখানে জড়ো করে নিলো কিন্তু তার প্রতি অহী অবতীর্ণ করা হয়না। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৬৩)

## হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رضی اللہ عنہ এর বাণী সমগ্র

★ যে আমার কোন নেয়ামতের প্রতি হিংসা করে, আমি তাকে ব্যতীত সকল মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারবো, কেননা হিংসুক তখনই সন্তুষ্ট হবে, যখন সেই নেয়ামত আমার কাছ থেকে চলে যাবে। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/২৩৩)

★ সবচেয়ে বড় সর্দার হলো ঐ ব্যক্তি, যখন তার নিকট কিছু চাওয়া হবে তখন সবচেয়ে বেশি দানশীল হবে, মাহফিলে সদাচনের ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো হবে এবং তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হলে তখন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৫৯/১৮৯, নম্বর ৭৫১০)

★ যে লোক অভিজ্ঞতা থেকে উপকার গ্রহণ করবে না, সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/২৩০)



www.dawateislami.net

## হযরত মুয়ায বিন জাবাল رضی اللہ عنہ এর বাণী সমগ্র

★ জান্নাতবাসীরা কোন বিষয়ে আফসোস করবে না, শুধু ঐ মুহূর্ত ব্যতীত, যা **আল্লাহ পাকের** স্মরন থেকে উদাসীনতায় অতিবাহিত হয়েছে। **(ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৯২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

# আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা





## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net